পরিক্রমা

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

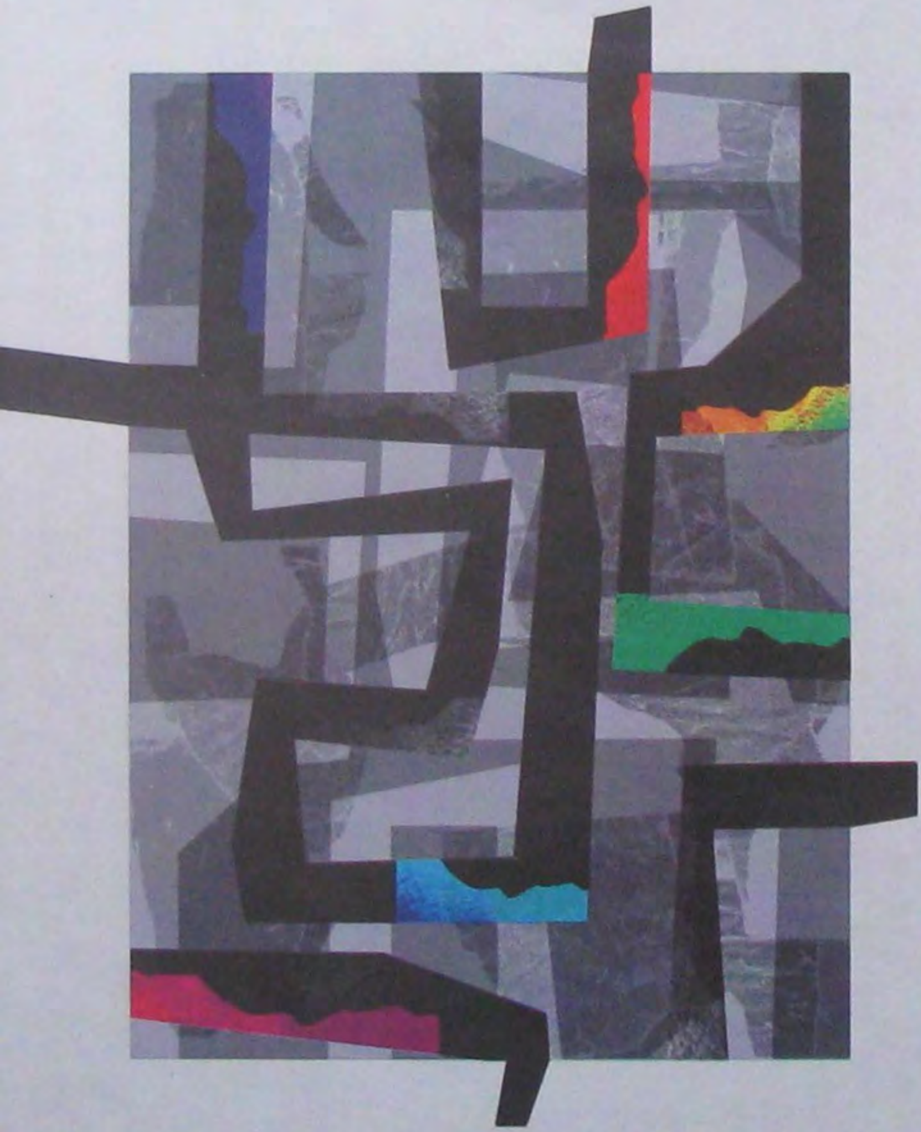

Digitized by srujanika@gmail.com

পরিক্রমা

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

পাঠক

ISBN-13 978-93-83832-84-2

Digitized by srujanika@gmail.com

পরিক্রমা

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

অনুবাদ : মঞ্জুলা চক্রবর্তী

পাঠক

৩৬ এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

Digitized by srujanika@gmail.com

PARIKRAMA
A Collection of Oriya Poems
by JAGANNATH PRASAD DAS
translated by
MANJULA CHAKRABORTY

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
গীতাঞ্জলি হাজরা
পাঠক। ৩৬এ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপক
অক্ষরবৃত্ত। কলকাতা ৭০০ ০৫৬

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN-13 978-93-83832-84-2

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

৮০ টাকা

Digitized by srujanika@gmail.com

কোনো দুপুরে
এমন সব কথা মনে আসে
যা কোনোকালে
ঈশ্বরকেও বলা যাবে না

Digitized by srujanika@gmail.com

কবিতার সূচি

পার ৯ ঘরকন্না ১০ কবিতার অর্থ ১২ আবাহন ১৫
ডাফোডিল ১৭ চড়ুইপাখি ১৮ পর্যটক ২০ পরাপর ২২
স্মৃতিজীবী ২৪ পত্রালাপ ২৬ পুরনো কবিতা ২৮
অতীন্দ্রিয় ৩০ শীতের রাত ৩২ এমন যদি ৩৪
ঘর ও বাহির ৩৬ সাপেক্ষ ৩৮ কতদিন পরে ৪০
ভাঙা খেলনা ৪২ পিতৃপক্ষ ৪৪ পাঁচিল ৪৬
মহানগর ৪৭ ফেরা ৪৯ দেহরক্ষী ৫১
আমরা দুজন ৫২ সাধ্যাতীত ৫৪ একান্ত ৫৬
দ্বীপ নেই ৫৮ মুক্তছন্দ ৬০ কলাদর্শন ৬১ কোনো দুপুরে ৬৩

Digitized by srujanika@gmail.com

পার

মোহনায় পৌঁছবার পরে
মাঝি দাঁড়টিকে উঠিয়ে রেখে দেয়
যদিও চোখের সামনে টানা চলে যায়
কত অজানা সমুদ্রের
হাতছানি দিয়ে ডাকা বিস্ময়েরা

অসম্পূর্ণ ক্যানভ্যাসের ওপর
অপর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকে
তুলির ডগায় থাকে আরও অনেক
চিত্রিত আকাশের সম্ভাবনা
তথাপি চিত্রকর গিয়ে
বারম্বার নিজেকে হারিয়ে ফেলে
এইমাত্র আঁকা মেঘের ঘনিষ্ঠতায়

শেষ পংক্তিটি লিখে ফেলার পর
নিজের ভাবনাকে বন্ধ করে নেয় কবি
বর্ণমালা থেকে অনেক শব্দ যদিও
খালি কাগজের ওপর উড়ে বেড়ায়
নতুন নতুন শৃঙ্খলার প্রত্যাশা নিয়ে

সূর্যের কোন দিনরাত নেই
সময় উদার হয়ে দেখিয়ে দেয়
আরম্ভ ও শেষহীন বিকল্পগুলি
রাশি রাশি রিক্ততার ভেতর থেকে
যা পাওয়া যায় তাকেই আদর করে নেয় মন
আশাবাদী বলে এই তো উপলব্ধি

জীবন দৌড় প্রতিযোগিতা নয়
তবুও কে জিতল বলে
জিজ্ঞেস করা হয় অজ্ঞানতা থেকে
যদিও সবাই জানে যে
এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর নেই

Digitized by srujanika@gmail.com

ঘরকন্না

অন্যমনস্ক উনুনের ওপর থেকে
স্বপ্নগুলি উথলে পড়ে
জানালার বাইরে থেকে বিষণ্ণতা এসে
আরও কিছু অন্ধকার বুলিয়ে দিয়ে যায়
রঙচটা বয়সের দেয়ালের ওপর
আগুনের নেচে নেচে
খোপে খোপে যত্ন করে রাখা
কতদিনের আশা ভরসাকে
নিমেষে গিয়ে নিভিয়ে দেয়

আর কোন সাড়াশব্দ নেই
আঁখি আনমনা হয়ে থাকে
টগবগ করে ফোটা ডেকচির ওপরে
কান খাড়া থাকে পাশের কাঠুরীতে
রোগীর কণ্ঠাগত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
হাতের খুন্তির ওপর ছিটকে পড়ে
পুরনো অবসাদের মলিন ঝুল
বুকের ভেতর ছটফট করা
আজকের উৎকণ্ঠাগুলিকে এসে নাড়াচাড়া করে
আগামী কালের দুঃখ দুর্দশা

মাথার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ে
তেল নুনের লাঞ্ছনা
কখনও স্বাচ্ছন্দ্য না থাকা
সংসার এসে চেপে বসে
দিনান্তের ক্লান্ত শরীরে
মরবারও আর সময় থাকেনা
আলুনী জীবনের না চাওয়া প্রহর
মিশে যায় সকাল সন্ধ্যার চেঁচামেচিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

বিদেশে পাড়ি দেওয়া ছেলের কাছ থেকে
এখন তখন আর চিঠি আসেনা—
পরিজনদের মুখে ঝাপসা হয়ে যায়
পুরনো আয়নার ঘসা কাচে
চোখে আর জল আসে না
তবুও মনে পড়ার দিন শেষ হয় না
বুকের নিঃশ্বাসে বাসা বাঁধা
কবেকার কোন অস্থির ঝুল কালি
অন্ধকার করে দেয় অন্তস্থলের চতুর্দিক

বাকী দিনের হিসেব নেবার সময়
অস্ত যাওয়া বেলাগুলি ছাড়া
সামনে পেছনে আর কিছু থাকে না
রাত ছটফট ক'রে এপাশ ওপাশ করে
ঘুমিয়ে পড়া দেয়ালের কোণে
নিবুনিবু হয়ে বাতি জ্বলে
নিজের আলোর প্রতি অতি অরুচিতে
ভাঙা কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা দুঃখ
টুপটাপ পড়তে থাকে বেজার হয়ে
সারাদিনের এঁটো বাসনের ওপরে

Digitized by srujanika@gmail.com

কবিতার অর্থ

অনেকে জিজ্ঞেস করে
কবিতার অর্থ ও অভিপ্রায় কি
এমনকি যারা কবিতার ধারও ধারে না
তাদেরও অনেকের এই প্রশ্ন
কিন্তু কেউই জানতে চায় না
সময়ের সংজ্ঞা কি
প্রেমের পরিভাষা কি
অথবা জীবনের তাৎপর্য কেমন

কবে যেন কে বলেছিল
কেউই কবিতা পড়ে না
মাছওয়ালাও নয় মুখ্যমন্ত্রীও নয়
কিংবা প্রকাশক অথবা অধ্যাপক
এটাও জানাকথা যে তারা
ইন্দ্রধনু প্রজাপতি ঘাসফুল
            রোদ্দুর ভরা সন্ধ্যে
দখিনা বাতাস ভেজা মাটি
টুপুর টাপুর কিচির মিচির
এসব বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন

একথাও সত্য যে
কবিতা বিপ্লব আনেনা
উপোসী মুখে ভাত দেয়না
কবিতা পারে না পুলিশের গুলিকে বন্ধ করতে
এমন কি কবিতা নীতিশিক্ষাও দেয়না
লক্ষ্য যদি তাই হোত
কবি তাহলে কলম নয় বন্দুক নিয়ে
রাস্তায় নেমে এসে
মুঠো হাত তুলে চিৎকার করত
আর কবিতা না লিখে
লিখত শ্লোগান ও নীতিকথা

Digitized by srujanika@gmail.com

পাঠকরা প্রায়ই কবিতার ধারেকাছে যায় না
তবুও কিছু চন্দ্রাহত লোক কবিতা পড়ে
পড়ে এবং কবিতার সংগে একাত্ম হয়ে
তারাও কবিতা রচনা করে
এবং তাকে প্রাণ দেয়
কবিতা কেবল তাদেরই জন্য
যারা একবার পড়ে ফেলার পর
সেটি হৃদয়ঙ্গম না হওয়া সত্ত্বেও
আরেকবার পড়ার স্পর্ধা রাখে
কবিতার উপলব্ধি সেটুকুই
যা দৃষ্টির বাইরে গিয়ে
অর্থ ও অনর্থের ভেতর দিয়ে
সোজা চলে যায় মনের গভীরে
ব্যঞ্জনা ও দুর্বোধ্যতার মাঝে
যে সেটি যতটুকু বোঝে
কবিতার যথার্থতা ততটুকুই
তার বাইরে আর কিছু নয়

কবিতা কিছুটা প্রেমের মত
কিছুটা বা সময়ের মত
নিজের ভেতর স্বয়ংসম্পূর্ণ
কারুর কাছে কিছু চায়না
কোন সফলতার দাবী রাখেনা
নিজেই নিজের সাধনা ও সিদ্ধি
নিজে নিজের আধার ও অবধি
নিজেই নিজের সমন্বয় ও সংগতি
কবি স্বয়ম্ভু হয়ে সৃষ্টি করে
আপনি আপনার অর্থ ও দুর্বোধ্যতা

কবিতা থাকে ছন্দ অলঙ্কারের বাইরে
কবিতা উপমা অনুপ্রাস শ্লেষ
বিম্ব রূপক চিত্রকল্প থেকে আলাদা
কবিতা বানান ব্যাকারণ

Digitized by srujanika@gmail.com

ও বিরাম চিহ্নের উর্ধ্বে
সমীক্ষক সমালোচক অধ্যাপক
তাত্ত্বিক ও আধিপত্য থেকে মুক্ত
কবিতা থাকে নিজের স্বায়ত্ত সাম্রাজ্যে
নিজেই নিজের সার্বভৌম সম্রাট হয়ে

কবিতা কাছে টেনে নেয়
বোঝা না বোঝা নির্বিশেষে
কবিতা প্রলোভিত করে
কিছু দুর্বিনীত শব্দের কাছে
বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে
কবিতা বারবার বাধ্য করে
অবাক আঁখিকে আরও একবার
পেছনের পংক্তিতে ফিরে যেতে

কেউই সচরাচর কবিতা পড়ে না
এমনকি সেও পড়ে না
যার জন্য কবিতাটি লেখা হয়েছিল
এর থেকে হয়তো নিষ্কর্ষ বার হবে
যে কবিতা তাহলে কিছুই নয়
এবং জীবনের জন্য
কবিতা সম্পূর্ণ অবান্তর
সেভাবে দেখতে গেলে
জীবনও তো আর কিছু নয়
কোন অজানা কবিতার না বোঝা
কিছু অর্থহীন পংক্তি ছাড়া

Digitized by srujanika@gmail.com

আবাহন

তুমি এস নিষিদ্ধ স্বপ্ন হয়ে
আমার চেতনার নাভিকেন্দ্রে
আমি চোখ বন্ধ করে নেবার আগে থেকেই

আমি তোমার ধ্যানমন্ত্রকে
স্মৃতিতে জাগরিত করার আগেই
তুমি স্বয়ং সশরীরে এসে
আমার সামনে মূর্তিমতী হয়ে যাও

স্বাগত জানাবার সমস্ত দ্বার
আপনি উন্মুক্ত হয়ে যাক
আমি তোমার দেহের দেহলীতে
আমার বিচলিত পা রাখার আগেই

তোমার অঙ্গে অঙ্গে
রোমাঞ্চের তরঙ্গ আসুক
আমি তোমার সম্মুখীন হওয়ার আগে
আমার নিঃশ্বাস তোমাকে ছোঁওয়ার আগেই
তুমি ইন্দ্রিয়ের দাহতে দ্রবীভূত হয়ে যাও

তোমার বুকের উদগ্র আগ্রহ
কঠিন কঠোর হয়ে যাক
আমার নিরঙ্কুশ হাতের শঙ্কাতে
তোমার অধরোষ্ঠ উন্মোচিত হয়ে যাক
আমার জিহ্বাগ্রের অন্বেষণের আগেই

তুমি এস ইচ্ছার আর্দ্রতাতে
প্রত্যাশায় ক্লিন্ন ও পরিপ্লুত হয়ে
আমাকে অনুগৃহীত করে দাও
তোমার সম্পর্কের বদান্যতায়
তোমাকে কোনভাবে যাচনা করার আগে

Digitized by srujanika@gmail.com

তুমি এস সাবয়ব শক্তি হয়ে
সন্তোষ সংকুল শুভক্ষণগুলিতে
দেহের প্রয়োজনে অস্থির ও অধীর
সম্ভাব্য পরিতৃপ্তির উল্লাসে আক্রান্ত
তুমি সম্পূর্ণ ত্রস্ত হয়ে থাক
সেইসব সুখের আতঙ্কে
যা এই পর্যন্ত আমার কল্পনার বাইরে

Digitized by srujanika@gmail.com

ডাফোডিল

কেউ তাকে চর্মচক্ষে দেখেনি
না অধ্যাপক
না পড়া বুঝতে না পারা ছাত্র
না পশ্চিমাভিমুখী বিদ্বান
তথাপি সবার অন্তর্দৃষ্টিকে
মুগ্ধ চকিত করে রাখে ডাফোডিল
বাতাসে দুলতে থাকা নাচতে থাকা
নিজের সোনালী রঙ এর ঔদ্ধত্যে

রাজত্ব যদিও শেষ হয়ে যায়
অল্প সময়ের বসন্তের মত
ডাফোডিল মরে যায় না
সাম্রাজ্য যদিও নিঃশেষ হয়ে যায়
বর্ষার মত শিশিরের মত
ডাফোডিল তবুও উজ্জ্বল থাকে

সাম্রাজ্যবাদের সুবর্ণযুগে
যেমন শোভন ও সতেজ
উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষও
তেমনি অম্লান থাকে
সাংস্কৃতিক অতিক্রমণের
অধিকৃত এলাকাগুলিতে
তারার মত জ্বলতে থাকে ডাফোডিল

মনের খোলা জানালাগুলো দিয়ে
অর্বাচীন দেশ বিদেশ থেকে
অপসংস্কৃতির ঝড় ধেয়ে আসে
পা টলিয়ে দিয়ে
আমাদের ধরাশায়ী করে দেয়
আমাদের আমিত্বের কুঠুরীতে
ডাফোডিল আগের মত চমকাতে থাকে
নিজের নির্লজ্জ অহঙ্কারকে নিয়ে
বুদ্ধিজীবীদের দিব্য চক্ষুতে

Digitized by srujanika@gmail.com

চড়ুইপাখি

স্বপ্নের অস্পষ্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে
আমি যখন বাইরের দিকে তাকাই
জানালার তাকের ওপর কখন এসে বসে থাকে
রাত্রিশেষের অল্প অন্ধকারে তৈরি হওয়া
আয়ুষের জীবন্ত ছায়ার মত

সকালের কোমলতাকে পাখায় নিয়ে
লাফিয়ে বেড়ায় আমার চেতনার সারা অঙ্গনে
উড়ে যায় আমার ইন্দ্রিয়দের শূন্যতায়
মনের অন্তরতম একান্তে গিয়ে
ভুলে যাওয়া অন্তর্মুখী অনুভবগুলির
দিগ্‌বলয় খুলে খুলে দেয়
অবসাদের যত মলিন কুটো কাঠি
উঠিয়ে নিয়ে যায় নিরালোক কোণগুলি থেকে

শূন্যকে ছোট ছোট পরিধিতে ভাগ করে
আকাশকে আমার চোখের সামনে মেলে ধরে
দৃষ্টিকে টেনে নেয় আলো ও অন্বেষার দিকে
ঠোঁটে ধরা একটিমাত্র কুটায়
স্পষ্টভাবে সঞ্চারিত করে দেখিয়ে দেয়
ভবিষ্যতের অটুট নক্‌শা নক্ষত্র
ঘরের বাইরে নিয়ে পরিচয় করায়
অসময় ঋতুর প্রকোপে
ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া
নীলবর্ণের স্বর্ণঘটিত পুনর্জন্মের সংগে
কিচির মিচির করে শুনিয়ে যায়
এমন সব অন্তরঙ্গ কথা
যা কেবল নিভে আসা তারারা
ব্রাহ্মমুহূর্তের আকাশকে শুনিয়ে থাকে

Digitized by srujanika@gmail.com

ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে চড়াইপাখি
এঘর ওঘর উড়ে উড়ে দেখিয়ে দেয়
অজানা থেকে জানা বিস্মরণ থেকে স্মরণ
অতীত ও বর্তমানে ঘটার সম্ভাবনাকে
আমার বই এর তাক থেকে খুঁজে বার করে
আমি এখনও বুঝতে পারিনি এমন সব তত্ত্ব
আয়নার ভেতরে আমাকে দেখিয়ে দেয়
আমার নিজের অল্পজ্ঞাত নিজস্বতাকে
রেডিওর ভেতর থেকে মন্থন করে আনে
কেউ কোনদিন কোথাও শোনেনি এমন গান

এবং সবশেষে যেন
আমাকে কোন মহামন্ত্রের দীক্ষা দেবার জন্য
সোজা উড়ে যায় চলন্ত পাখার ভেতর
খসে পড়ে দুঃখ স্মৃতির ভগ্নাংশ হয়ে
আমাকে সম্পূর্ণ স্বপ্নমুক্ত করে দেয়
ক্ষণিকে আমায় বুঝিয়ে দেয়
জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা
জীবনের বৃহত্তর সত্যগুলিকে
আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ে থাকা
প্রাঞ্জল পাদটীকা দিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

পর্যটক

তোমার শহরে আমার প্রথম সকাল
চোখ খুলে আমি পাশে তোমাকে খুঁজি
যদিও জানি সেই কতদিন
তুমি আর এ শহরে নেই

আমি তাই খুঁজব তোমার স্মারকগুলি
আমি নামব সেই পরিচিত রাস্তাগুলোতে
যার ওপর তুমি একদিন পা রেখেছিলে
আমি দেখব দুপাশের বাড়িগুলোকে
আজও যাদের উন্মনা করে রাখে
তোমার কোনও একদিনের অন্যমনস্ক দৃষ্টিপাত
আমি গিয়ে ছোঁব পার্কের সজীব সমৃদ্ধিকে
তোমার কবেকার স্পর্শকে যা এখনও সবুজ

তোমাকে মনে রাখা আকাশে
আমি দেখব তোমার সাজিয়ে রেখে যাওয়া
পুঞ্জীভূত মেঘদের অনন্য বিন্যাস
দোকানের তাকে দেখব শূন্যস্থান
যা তৈরি হয়েছিল
তোমার কিনে নেওয়া জিনিসের অবর্তমানে
যত শব্দ আমার শ্রুতিতে আসবে
আমি জানব তাতে নিহিত আছে
তোমার ওষ্ঠ ছুঁয়ে আসার অস্মিতা

তোমার পা পড়েছে এমন প্রত্যেকটি জায়গা
এক একটি স্বতন্ত্র দর্শনীয় স্থান
আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে যাবে
তোমার দেহ বিস্মৃত জ্যোতিতে
আলোকিত হয়ে যাওয়া অন্ধগলি
আমি গিয়ে সেখানে আশ্রয় খুঁজব
তোমার একদা ভর দিয়ে দাঁড়ানো দেয়ালের আত্মীয়তা

Digitized by srujanika@gmail.com

আমার অপরিপূর্ণতা থেকে আমায় উদ্ধার করবে
সমস্ত পরিপার্শ্বে তোমার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা
প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি আস্বাদন করব
জল বাতাস ধূলিকণায় তোমার দেহের সারাংশ

তুমি ভরপুর থাকবে সারা শহর জুড়ে
সমস্ত বাতাবরণকে উদার করে দিয়ে
পার্কের পত্রপুষ্পে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি
সব নিস্তব্ধতাকে মুখর করে দেওয়া
তোমার কণ্ঠধ্বনির অবাধ গুঞ্জন
মন্দিরের কারুকার্যে তোমার দেহের সৌষ্ঠব
মিউজিয়ামের শিলালিপিতে তোমার হস্তাক্ষর
শহরের প্রতিটি সাধারণ বাড়ি একটি কীর্তিস্তম্ভ
প্রতিটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় ঐতিহাসিকতা

তুমি কবে একদিন এখানে ছিলে
আজ তাই শহরে কোথাও কোনখানে
বিশৃঙ্খলা নেই বিরূপতা নেই অসন্তোষ নেই
প্রত্যেকটি খোলা দরজায় স্বাগত
প্রতিটি অপরিচিত মুখে প্রীতি নিবেদন
প্রতিটি এগিয়ে দেওয়া হাতে বন্ধুত্ব

তোমার শহর থেকে বিদায় নেবার বেলায়
শেষ সন্ধ্যার আনত আলোতে
জনসমাগমের দিকে তাকালে আমি দেখতে পাব
তুমি একদিন যেভাবে দেখেছিলে
তাদের আবিষ্ট মুখের ওপরে
সময়ের সদিচ্ছায় স্থির হয়ে যাওয়া
সুখদ স্মৃতির অপূর্ব কোমলতা

Digitized by srujanika@gmail.com

পরাপর

আমি আমার আয়নার ভেতরে
আমার জন্য অপেক্ষারত
সেই অজানা চেহারা
যে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে
আমার কাছে তার ঋণের হিসেব চায়

আমি হচ্ছি আমি যাকে হিংসে করি
সেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিটি
যার সঙ্গে বাসে চড়ে
আমি প্রতিদিন অফিসে যাতায়াত করি

আমি হচ্ছি আমার তুচ্ছতার দৈন্য
যার দিকে আমি বছর মাস ধরে
ব্যতিব্যস্ত ছলনার দিন শেষে
করুণার চোখে তাকাই

আমি আমার নিজের সম্পূর্ণ রিক্ততা
যা সর্বদা জুড়ে দিতে চায়
আমার ভেতরের অভাবগুলোকে
বাইরে ছড়িয়ে পড়ে থাকা অভাবের সংগে

আমি হচ্ছি হাতে ধরা না দেওয়া
সেই আচম্বিত স্বরবর্ণগুলি
যাদের অবর্তমানে
আমার শব্দরা ম্রিয়মান হয়ে যায়

আমি হচ্ছি সেই আদর্শগুলির
অমূর্ত রেখাচিত্র
আমার চিনে নেবার চেষ্টায়
যার স্বরূপ বদলে যায়

Digitized by srujanika@gmail.com

আমি হচ্ছি আমার দেহের অবসাদ থেকে
খসে পড়া খণ্ড খণ্ড ভঙ্গুরতা
যাদের নীচে থেকে গুটিয়ে নিয়ে
আমি তৈরি করার চেষ্টা করতে থাকি
আমার আয়ুষের নশ্বর নক্‌শাটি

সর্বোপরি আমি হচ্ছি
আমার পূর্বপুরুষদের
পরম্পরার স্পর্ধা
যার অসম্ভব প্রত্যাশা
আমাকে ক্লীব ও স্থবির করে দেয়
পিতৃপক্ষের অন্ধকার রাস্তায়

Digitized by srujanika@gmail.com

স্মৃতিজীবী

সেই কবেকার অতীতের সব কথা
পরলোকের তটস্থ অন্ধকার থেকে
অতর্কিতে বেরিয়ে এসে
লক্ষ্যশূন্যভাবে ভেসে বেড়ায়
কিছু না ঘটা বর্তমানের
চিরন্তন গোধূলি আকাশে

জন্মান্তরের নীতি নিয়ম না মেনে
অযাচিত আগন্তুকের মত আসে
মৃত হারানো ভুলে যাওয়া
শৈশবের সখা ও সহোদর
তাদের পুরনো রাগরোষ
অভিমান ঈর্ষা ভুলে গিয়ে
নির্লিপ্তভাবে যাওয়া আসা করে
অন্তস্থলের শূন্য কুঠুরিগুলোতে

মনস্তাপের উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন দিয়ে
সজল আশ্বাসনার দখিনা বাতাস বয়ে যায়
উদাস কল্পলোকের চাপের ওপর
হাসিখুশির মেলা বসে যায়
জর্জর শব্দদের ছাই এর ভেতর থেকে
ফুটে ওঠে কমনীয় সূক্ত
নিঃস্বন হাহাকারের শূন্যমন্ডলে
দোল খায় অভাবিত ছন্দরা

সম্মুখে সময় পেছনে সময়
চেতনাহত কালের কবলে
ঘড়ির হাত অবশ হয়ে যায়
দেয়ালের বিবর্ণ দিনপঞ্জিকাতে
রঙিন অঙ্করা খুঁজে ফেরে
একটি দিন থেকে অন্য দিনে

Digitized by srujanika@gmail.com

লোকে ভরা বিবর্ণ ফটোগ্রাফের
চেনা যায়না এমন মুখের ভিড়ে
অনধিকার প্রবেশ করে
আরও কিছু জানা অজানা চেহারা
তাদের সংগে জুড়ে যায়
সেই কবে কোন্‌খানে ঘটা
কাদের কেমন উপকথা
পূর্বাপর সত্য অসত্য মিলেমিশে
অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়
এক অদ্ভুত বাস্তবতার দিকে
যেখানে আনন্দ উত্তেজনা
অনাগ্রহ শোক সংবেদনা
কেউ কারুর থেকে আলাদা নয়
মনে পড়ার ভালোমন্দ ভুল ঠিক
সুখ দুঃখের ভিন্নতা নেই
যা সুখের অনুকম্পা
সেটাই দুঃখের বিড়ম্বনা

স্মৃতিজীবী বসে থাকে
অতীতের ধ্বংসস্তুপের ওপরে
অরাজক মনের বন্ধনীর ভেতর থেকে
নীচে নেমে আসা সম্ভব নয়
সে নিশ্চিত জানে যে
পশ্চাৎচারণ হচ্ছে জীবন
স্মরণই চেতনা
চেতনাই অস্তিত্ব
এবং যেখানে স্মৃতির শেষ
সেখান থেকেই পরিণতির আরম্ভ

Digitized by srujanika@gmail.com

পত্রালাপ

অক্ষর হাতে ধরা দেয়না
চিঠি অলেখা থেকে যায়
আমি হার মেনে কলম রেখে দিই
তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কাছে

আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে
আমাকে উপহাস করে বর্ণমালা
আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে
আমাকে আস্ফালন করে যায় শব্দগুলি
আমার উদগ্র উন্মাদনাগুলি
লিপি হয়ে নেমে আসে না
সম্মোহিত কাগজের ওপর
অক্ষরদের স্বেচ্ছাচারিতায় দমবন্ধ
রাত্রির জালে ছটফট করে
আমি বসে থাকি বিপন্ন ও অসহায়
আপনার বিক্ষোভের বশবর্তী হয়ে

আমি অবশেষে মেনে নিই
অক্ষর আর আমার কাছে আসবে না
আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিবিম্বিত করে
আমি আর তোমাকে বলতে পারব না
যথাযথ ও অভ্রান্তভাবে
যা কিছু যেমনভাবে লিখতে চেয়েছিলাম
আমার বশংবদ শব্দাবলীকে নিয়ে
তোমার ধৈর্যহানি হবার আগেই
আমি তাই সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে
মহাশূন্যের কাছে দিগ্‌দর্শন মাগি
খুঁজে নিই তোমার কাছে পৌঁছবার বিকল্প
তুমি যদি এইসময় ওপরের দিকে তাকাও
তুমি সেখানে দেখতে পাবে
আমার লিখতে না পারা চিঠির শব্দগুলি

Digitized by srujanika@gmail.com

আমি যেমনভাবে বলতে চেয়েছিলাম
ঠিক সেই বিন্যাসে নিজেকে সাজিয়ে
ঝাঁক ঝাঁক পাখি হয়ে উড়ে যাবে
মেঘের প্রাণ প্রাচুর্যকে পার হয়ে
ইন্দ্রধনুর বর্ণবহুলতাকে ছুঁয়ে
দৃষ্টির বাইরে দিগ্‌বলয়ের দিকে
যার অলস বিস্তারের ওপরে
তুমি শুয়ে থাকবে মান করে
অস্ত সূর্যের ওপরে মাথা রেখে

Digitized by srujanika@gmail.com

পুরনো কবিতা

শব্দরা যখন
কলমের ডগায় নেমে আসতে মানা করে দেয়
মন অসহযোগ করে সংকল্পের সংগে
মাথায় আসেনা নতুন রূপক ও বিম্ব
সাদা কাগজ হাতকে ফিরিয়ে দেয়
কবি ফিরে যায় হতাশ হয়ে
নিজের পুরনো কবিতার আশ্রয়ে
সেখানে কিছু স্মৃতি সংবেদনা
ও অনুপ্রেরণা খোঁজে

কাগজের ওপরে কিন্তু
কবিতার বদলে মুখ দেখা যায়
শব্দরা চোখ হয়ে
দৃষ্টিকে অধিকার করে নেয়
বিভিন্ন মনোভাবের অনুস্মৃতি এসে
অস্পষ্ট করে দেয় বর্ণমালাকে
অক্ষরগুলি পাতা জুড়ে খেলে বেড়িয়ে
অর্থহীন করে দেয় সমস্ত বিন্যাসকে

আবার একনিষ্ঠ হয়ে
পংক্তিদের অনুধ্যান করলে
কিছু শব্দ থেকে যন্ত্রণা বেরিয়ে আসে
কিছু শব্দ থেকে উল্লাস কিছু থেকে অবসাদ
পৃষ্ঠার মুখের ওপর ভেসে যায়
একাধারে সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্যের
বদলে যাওয়া রূপরাগের ছায়া
এবার কাগজের ভেতর থেকে বেরিয়ে
যে সাবয়ব প্রতিমূর্তি
সামনে এসে দাঁড়ায়
তাকে চিনতে পারে না কবি
তার চোখে চোখ রেখে
প্রহেলিকা ও দুরূহতাতে জড়িয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

সে কবিকে আহ্বান করে
তার রহস্য উন্মোচন করতে

আরও মনোযোগের সংগে
কাগজের ওপর তাকায় কবি
বারবার পড়ে প্রতিটি পংক্তিকে
শব্দগুলি সেরকমই থাকে
নিজের স্বতন্ত্র পরিভাষা খুঁজে
পংক্তিরা নিজেদের সাজিয়ে নেয়
পৃথক পরিচয়ের দাবীতে
যদি কোন মধ্যবর্তী পংক্তির
কোনও অর্থ না থাকে
আর কিছু পংক্তি প্রতিবার
নতুন নতুন অর্থ এনে দেয়
তাদের কিন্তু আরেকবার পড়লে
সবকিছু অসম্বদ্ধ হয়ে যায়
বোঝার অর্থ আবার হারিয়ে যায়
কবি মেনে নেয় যে
কবিতা আর তার অধীনস্থ নয়
তারা আর নয়
তার সৃজনশীলতা উপজীব্য
তাদের এক স্বতন্ত্র অবহিতি
যা তার মননের বাইরে

নিজের পুরনো কবিতার ভেতর
পথ ভুলে যায় কবি
ব্যঞ্জনার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়
ভাবের সমুদ্রে ডুবুডুবু হয়
রূপককে অবাক হয়ে দেখার সময়
বিম্ব এসে অন্যমনস্ক করে দেয়
অন্তিম পংক্তির পূর্ণচ্ছেদের কাছে
শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যায় কবি
অক্ষর বিবর্জিত শব্দশূন্য
ও ভাবলেশহীন হয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

অতীন্দ্রিয়

আমার চোখে চোখ রেখে
তুমি দেখতে পারবে
আমার কণীনিকার লোলুপতাকে
কিন্তু কখনও দেখতে পারবেনা
আমার দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত
আমার ইচ্ছার আধ্যাত্মিকতাকে

আমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনে
তুমি কান দিয়ে শুনতে পারবে
আমার আতুর কাকুতি মিনতি
কিন্তু তোমার না শোনা থেকে যাবে
আমার অন্তরাত্মার গভীরতা থেকে
বিস্ফোরিত হয়ে বার হওয়া
উদ্বেগের অপাপবিদ্ধ মৌন

তুমি আঘ্রাণ করতে পারবে
তোমার সন্নিধির আনন্দ উৎসবে
আমার সমগ্র সত্তার
রাসায়নিক রূপান্তরকে
কিন্তু তুমি অন্তস্থ করতে পারবে না
কস্তুরী মৃগের মত উর্ধ্বশ্বাস
আমার উন্মাদনার ফাল্গুনকে
আমার জিহ্বাগ্রের উত্তেজনায়
তুমি আস্বাদন করতে পারবে
আমার একাগ্রতার নির্যাস
কিন্তু তোমার অজ্ঞাত থেকে যাবে
মুখগহ্বরের পরিতৃপ্তিতে
আমার জড়তার নৈষ্ঠিকতাগুলি

Digitized by srujanika@gmail.com

আমাকে দেহলগ্ন করার সময়
তুমি অনুভব করতে পারবে
আমার লোমকূপগুলি থেকে ছিটকে পড়া
জিজীবিষার স্ফুলিঙ্গদের
তোমার দেহের উত্তাপ কিন্তু
কখনও নিরূপণ করতে পারবেনা
আমার ধমনী শিরা উপশিরায়
উৎপ্লাবিত হওয়া
শীতল সন্তোষের দশম দশকে

Digitized by srujanika@gmail.com

শীতের রাত

রাস্তাঘাটে কেউ কোথাও নেই
সবাই নিজেদের নিবিড় মননের
অন্তরঙ্গ কুঠুরিগুলিতে বন্ধ

অন্তরীক্ষের নক্ষত্রপুঞ্জে
কোনও হেলদোল নেই
অন্ধকার থেকে খসে পড়া উল্কা
আটকে পড়ছে আধাপথে

পরলোকের পর্যটন থেকে
ফিরে আসা মৃতক
হাসপাতালের ভেতর হারিয়ে গেল
আদিম কবিতার পংক্তির মাঝে
রাস্তা ভুলে যাওয়া শোকটি
প্রস্তুত হোল আত্মহত্যার জন্য

দর্পণের প্রতিবিম্ব চলে গেল
গুহার ভেতরের প্রতিধ্বনিকে খুঁজতে
দেবদূতেরা নিজের নিজের
ছদ্মবেশ খুলে রেখে দিল

জমাট বাঁধা নিষ্করুণ আকাশের
সান্দ্রতার ভেতরে রাস্তা না পেয়ে
ভিখারির ভুলে যাওয়া খিদে
আবার তার কাছে ফিরে এল

গাছেরা বেছে নিল তাদের
দাঁড়িয়ে থাকার ঠিকানা
নিশাচর পাখীরা দল বেঁধে
দিবাস্বপ্নের ভেতরে উড়ে গেল

Digitized by srujanika@gmail.com

রাস্তার বাতির নীচে খসে পড়া
আলোর ছোট ছোট অভিলাষগুলিকে
দূরাগত বাতাস মুছে নিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্দমার ভেতরে

কুয়াশা ঘেরা জ্যোৎস্নার মত
অগোছালো দেহটিকে নিয়ে
মেয়েটি পাশ ফিরল
অজানা দ্বীপের অজ্ঞাতবাসে

Digitized by srujanika@gmail.com

এমন যদি

এমন যদি হোত
আমি বনাগ্নি নিয়ে কবিতা লিখলে
কাগজটি জ্বলে উঠত
এবং বর্ষার কবিতা লিখে
আমি তাকে নেভাবার চেষ্টা করতাম

আমার রাত্রির বর্ণনাতে
অন্ধকার নেমে আসত
নিজের বিষয়ে শেখার সময়
বয়স আমাকে ঘিরে ফেলত
ভবিষ্যতকে মনে করলে
তুমি সাকার হয়ে যেতে

আমি তোমাকে অভিষিক্ত করে দিতাম
আমার কবিতার শিরোনামে
তোমার হাসি চিরস্থায়ী রয়ে যেত
কবিতার মধ্যম পংক্তিতে থাকা
একশ শব্দের নিভৃতে

আমি তোমার চলে যাওয়াকে
প্রতিরোধ করতে পারতাম
কবিতার শেষ ছত্রটি
লিখতে অস্বীকার করে

তোমার নাম চারপাশে
সাবলীল শব্দদের সাজিয়ে
আমি তৈরী করতাম তোমার দেহসৌষ্ঠব
তুমি তাকে জীবন্যাস দিয়ে দিতে
হঠাৎ মনে পড়া পদটির মত
আমার দিকে অনায়াসে তাকিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

এমন যদি হোত
আমি তোমার নাম ধরে ডাকব
আর আমার কবিতার ন্যূনতার ভেতর থেকে
তুমি বার হয়ে আসবে
আমি যেমনভাবে
তোমাকে বর্ণনা করতে গিয়ে
সবসময় অসমর্থ হয়েছি
ঠিক সেইরকম রূপ সম্পন্ন হয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

ঘর ও বাহির

১
ঘর যখন
আত্মচিন্তনে ক্লান্ত হয়ে যায়
নিজের বিশেষ অংশগুলিকে
খুলে রেখে দেয়
জানালা কবাট বানিয়ে

২
দেয়ালে দরজা বানানোর সময়
স্থির করে নিতে হয়
তুমি বাইরে যাবে
নাকি ভেতরে আসবে
তাই কবাট লাগানোর আগেই
বুঝে নিতে হয়
আসার লোকের রাস্তা বন্ধ করবে
না ভেতরে থাকা লোকটিকে
বাইরে যেতে দেবে না

৩
ঘর কখনও জানালা দরজাহীন হতে পারেনা
পর্দাতে আটকানো যেতে পারেনা
কবাট কাঠ দিয়ে বন্ধ করা যায় না
অন্ধকার আলো
দৃশ্য অদৃশ্য
চেতনা অবচেতনা
যাওয়া আসা করে
দেয়ালের অস্বচ্ছতা দিয়ে
জানালা দিয়ে কাছের গাছ
ভেতরে হাত বাড়ায়
আঁখির পক্ষী উড়ে গিয়ে
দূরের গাছের ডালে বসে

Digitized by srujanika@gmail.com

৪
কবাট ও জানালাই হচ্ছে
ঘরে থাকার হেতু
রন্ধ্রগুলি যদি
ইট চুন দিয়ে
বন্ধ করে দেওয়া হয়
ঘরটি ভেঙ্গে পড়বে
নিজের অবিশ্বাসের ভারে

৫
শেষ পর্যন্ত
কেবল সেই ঘরটি
দাঁড়িয়ে থাকে
যার দুয়ার ও জানালাকে
সুরক্ষিত করার জন্য
দেয়াল তৈরি হয়

Digitized by srujanika@gmail.com

সাপেক্ষ

কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়
নিজের ভেতরে কারুরই নিজের অস্তিত্ব নেই
একজন সবসময় নির্ভর করে
আরেকজনের চাওয়ার ওপর
পাথর খোঁজে শিল্পীর বাটালিকে
বলির পশু খোঁজে যূপকাঠ
অধস্তন কর্মচারী হাকিমের গালি
শহীদ অপেক্ষা করে বন্দুকের গুলির

কবিতার প্রথম শব্দটি জানে
তার উৎপত্তির হেতু নিহিত
শেষ পংক্তির অপ্রত্যাশিত বিলয়ে
রাস্তা হারিয়ে যাওয়া স্বর জানে
তার নির্বাণ সংগীতের নিঃশব্দতায়
নিজের নির্ধারিত স্থানে অটল
পার্শ্ব দেবতার ধৈর্যকে প্রমাণ করে
মন্দিরের ওপর থেকে খসে পড়া
প্রস্তরখণ্ডের আত্মবিসর্জন
বিদেশ থেকে আসা চিঠি
সিদ্ধ ও সাব্যস্ত করে দেয়
পারস্পারিক দূরত্বের সন্নিধানকে
অন্ধবিশ্বাস বহির্ভূত
কেউই ঈশ্বর থাকে না
শোনার বাইরে কোন স্বর নেই
করপুটে নির্ভর স্তনের সম্পূর্ণতা
বুক ছাড়া হাতের উপলব্ধি নেই
অর্থ নিজেকে বোঝার জন্য
লেগে থাকে শব্দের পেছনে পেছনে
চোখের পরিসরে সীমিত থাকে
দেহের অসামান্য অঙ্গরাগে

Digitized by srujanika@gmail.com

ভালোলাগার বাইরে
কোন জিজীবিষা নেই
মৃত্যুর মহানতা ছাড়া
বেঁচে থাকার একমাত্র পরিচয়
নিজের স্থিতির তুচ্ছতা

Digitized by srujanika@gmail.com

কতদিন পরে

কতদিন পরে দেখা
জীবনযাপনের গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি
অনেক নতুন নতুন বিন্যাসে
নিজেরা নিজেদের সাজিয়ে নেয়
এই সময়ের অবধিতে

পুরনো চিঠি বারবার পড়ে
পুরনো স্মৃতির রোমন্থন করে
ফটোগ্রাফকে বার বার ছুঁয়ে
বিগত দিনগুলির
অনুশীলন বিশ্লেষণ করার পরে
এখন মনে হয় যেন
যে আসবে সে সম্পূর্ণ অচেনা

আর মনে থাকবেনা ঠিকভাবে
কে কাকে কি বলেছিল
কি কি সব ঘটেছিল
এবং কি সব ঘটেনি

আমাদের পরস্পরের দেখা হবে
দু'জন দু'জনের অপরিচিত
প্রথম সাক্ষাতে—ভাবতে হবে
সম্পর্ককে কেমন করে কোথা থেকে
আবার জোড়া দিতে হবে
সেই শেষবার প্রত্যয়ের সংগে
হাতে হাত ধরা থেকে
নাকি আরেকবার সম্ভ্রমের সংগে
নতুন আলাপ পরিচয়ে সীমিত
চোখে চোখে সমর্পণ করে

Digitized by srujanika@gmail.com

যত না পাওয়া চিঠি
যত না আসা টেলিফোন
সবগুলি না পাওয়াকে
অঞ্জলিতে ভরে নেবার পর
হাতে আমার জায়গা থাকবেনা
আর কিছু ধরার

এতদিন যা কিছু হয়েছে
তাদের ঘটার
একমাত্র হেতু ও নিমিত্ত ছিল
তার বিশদ বিবরণী দেওয়া
কিন্তু এই দীর্ঘ অন্তরালের
তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ ঘটনাগুলি
যা বলার জন্য মনের ভেতর
এতদিন সযত্নে রাখা হয়েছিল
বলব বলব করে
অবশেষে না বলা থেকে যাবে

অন্তরীক্ষে আটকে যাওয়া
আপেক্ষিক সময়ের ভেতর
আমাদের গ্রহরা ভাগ্যকে
এদিক ওদিক করে দেবে
আবার কতদিন পরে দেখা হবে
কোন্ দেশ কোন্ নতুন কালে
রাশিপুঞ্জের কোন্ পরিপাটিতে
তারই বিচার বিবেচনায় কেটে যাবে
সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু

Digitized by srujanika@gmail.com

ভাঙা খেলনা

বাক্সের ভেতরে পড়ে থাকে
অত্যন্ত অবিন্যস্তভাবে
এক ফালি ভালুক সিকি ভাগ খরগোশ
লোম না থাকা কুকুরের ছানা
এবং চাবি চালু না থাকা
অথর্ব সখী পুতুল

ভাঙা বাক্সের ভেতরের
ওলটপালট পৃথিবীতে
সবাই পঙ্গু বিকলাঙ্গ
কারো দেখাশোনা ছাড়া
অনাদরে পড়ে থাকে
কবন্ধ ও ছিন্নহস্ত
পশু পক্ষী পরী ও পুতুল
অযত্নের ধূলিধূসরতার ভেতরে
আর প্রবেশ করতে পারেনা
রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে যাওয়া কান্না
সকালকে আলো করে দেওয়া হাসি

ভাঙা খেলনাগুলি পড়ে থাকে
মুখ থুবড়ে মন খারাপ করে
বিষণ্ণতার অবতলের ভেতর থেকে
তাদের আদর করে উঠিয়ে নেবার জন্য
সেখানে থাকেনা অনাবিল হাসি
অবুঝ কান্নার একঘেঁয়েমি

সেখানে এখন পর্যন্ত তাদের
বন্ধ হয়ে পড়ে থাকার
একমাত্র যথার্থতা

Digitized by srujanika@gmail.com

কবে তাদের বুকে ধরে থাকা—
ছোট্ট ছোট্ট বয়স্ক হবার নিয়মে
ভাঙতে থাকে সাজাতে থাকে
ভাঙা আর সাজানোতে ব্যস্ত থাকে
জীবনের একাগ্র লীলা খেলায়
নিজের বিভিন্ন অনুভবের
ক্ষণভঙ্গুর ক্রীড়নকদের

Digitized by srujanika@gmail.com

পিতৃপক্ষ

আকাশে নীল রেখাটি টেনে
মাছরাঙা রাস্তা দেখিয়ে দেয়
অল্প বেলা থাকতে থাকতে
পায়ে চলা পথের মোড় পার হয়ে গেলে
বাঁধের ওপারে দেখা যায়
হঠাৎ সন্ধ্যাবেলার গ্রাম
আমের বাগান থেকে বয়ে আসা সন্দেশ
উড়িয়ে নেয় বয়সের অনেক কিছু
নদীর পাড়ে খসে পড়ে
সব অদরকারী মান সম্ভ্রম
রাস্তা শেষ হওয়ার আগেই
অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে
সামনে পা বাড়ালে
হাত খোঁজে মুঠায় ধরার জন্য
কোন পরিণত হাতের অবলম্বন

কবে কত জন্মের মৃত আত্মাকে নিয়ে
নৌকাটি এপার ওপার করে
নদী পারের খনার বচনের ওপরে
পিতামহ শুয়ে থাকে নিশ্চিন্তে
গল্পের শেষে নটে গাছটি মুড়োলে
ঠাকুমা তারা হয়ে আকাশে চলে যায়
মাস্টারমশাই পার হয়ে যান
তালবনের ভয় তরাস
মনে মনে মানসাঙ্ক আউড়িয়ে

সন্ধ্যাকে আরও অন্ধকার করে দিয়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে নিশাচর উড়ে যায়
নদীতটের ঝাঁকড়া বটগাছে
বাদুড় হয়ে ঝুলে থাকে
অল্পবয়সে মরে যাওয়া

Digitized by srujanika@gmail.com

ছোটবেলার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুটি
দূর থেকে অচেনা ডাকের তাগিদ আসে
বাবার খড়মের শব্দ শোনা যায়
নিভে আসা কেয়ার ঝোপে

গ্রামের প্রান্তে পৌছবার সময়
ঘরবাড়ি ঢেকে যেতে থাকে
ভাগবতের গহন তত্ত্বে
আলোতে এসে এখন আর
অন্ধকারে ফেরা সম্ভব নয়
বাড়ি খুঁজে না পাবার ভয়ে
তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে থাকে
শেষবারের মত ঘরে ফেরা লোকটি

অল্প আঁধারের গলিঘুঁজিতে
রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্য
আশেপাশে আর কেউ থাকেনা
কেবল চুপচাপ কুকুরটি
তার পেছন পেছন চলতে থাকে
পূর্বপুরুষের বাকি থেকে যাওয়া
পাওনাগুলি মনে করিয়ে দিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

পাঁচিল

তুমি যখন ভাব যে
তাকে সহজে টপকে যেতে পারবে
সে আরও বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে
দুঃস্বপ্নের অবধির মত

তুমি যখন তাকে ভেঙে
তার ভেতরে একটি দুয়ার খোল
অন্যদিকে দেখ যে
সেইরকম আরও একটি
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে

তুমি জোর করে ঢোকার চেষ্টা করলে
ইট চুন পাথর ও পরম্পরা
তোমার ওপরে ভার হয়ে
তোমাকে পাঁচিলের অংশ করে দেয়

পাঁচিলকে দমন করার
দু'টি মাত্র সরল উপায়
তুমি অফুরন্ত সময় ধরে
ধৈর্য ধরে বসে থাক
যে পর্যন্ত পাঁচিল তোমার সামনে
ভেঙেচুরে নেমে না আসছে
নচেৎ ফিরে যাও
পাঁচিলকে পেছনে রেখে
সহজভাবে আর কোন
অপ্রতিহত বিকল্প জীবনের দিকে

যদি কোন চমৎকারের জোরে
পাঁচিলদের এড়িয়ে
তুমি অন্যদিকে পৌঁছে যাও
অবিলম্বে আবিষ্কার করবে যে
তুমি বর্তমানে পৌঁছে গেছ
এমন এক অজানা জায়গায়
যেখানে তুমি
কোনওদিনও যেতে চাওনি

Digitized by srujanika@gmail.com

মহানগর

সকাল সকাল খবরকাগজওয়ালা
জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দেয়
চারটি হত্যা ও তিনটি বলাৎকার

এখানে আকাশের রঙ বারুদ
বাতাসে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ
রাস্তায় নামলে দুর্ঘটনা
পেছনের গলির উৎকট অন্ধকারে
মুখোশ পরে বসে থাকে সন্ত্রাস
অশ্লীলতা উঠে পড়ে মেয়েদের বাসে
জোর করে হাতে ছুরি ধরে

এখানে কেউ কারও নয়
তবুও পরস্পরের সম্পর্কগুলি
জুড়তে থাকে ভাঙতে থাকে
কলকব্জার মত জীবন চলতে থাকে
অফিস দোকান বাজারে
রাস্তাঘাট গলিকন্দরে
ভিড়ের ভেতরে কেউ আটকে থাকেনা
ষড়যন্ত্রকারীরা বসে
ইতিহাসকে আবার লেখে

তবুও বসন্ত আসে নির্দিষ্ট সময়ে
গলি থেকে গলিতে রাস্তা খুঁজে খুঁজে
শীতের দিন ফুলের পোষাক পরে
রঙবেরঙ বিজ্ঞাপণের পটভূমি থেকে
কিছু বর্গইঞ্চির আকাশ চমকায়
বাসের ভেতর থেকে গান উছলে পড়ে
সন্ধ্যা হলে ধোঁয়াশার ভেতর থেকে
নিঅন আলোর হাসি ফুটে ওঠে

Digitized by srujanika@gmail.com

ওড়া খবর দাঙ্গাহাঙ্গামা কারফিউ
চড়াদর জনারণ্য প্রদূষণের ভেতর
রাস্তাঘাটের কুটিল ছক্কা পাঞ্জায়
তবুও জীবন চলতে থাকে
নিজের স্বয়ংচালিত প্রক্রিয়াতে
রাস্তার ওপরে পড়ে থাকা
লোকটির দুই পাশ দিয়ে
স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে ট্রাফিক
হন্তদন্ত হয়ে সবাই দৌড়াতে থাকে
নিজের পনেরো মিনিটের প্রসিদ্ধির জন্য

Digitized by srujanika@gmail.com

ফেরা

রাত ফেরে সকালে
কাউকে খবর না দিয়ে
পুরনো পাপ উড়ে এসে বসে
ভাঙা চালের মাথার ওপরে

আকাশ ফিরিয়ে দেয় শোককে
মেঘ ফিরে আসে অনুতাপ হয়ে
ভক্তি ফিরে আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে
পরিত্রাণ ফিরিয়ে দেয় ইন্দ্রলোক

সোপান ফিরে আসে
আবার ঘাটের পাথরের কাছে
নিজের সুকৃতিতে পরিতৃপ্ত
শুচিশুদ্ধ অতলকে ছুঁয়ে

কবিতার নদী ফিরে আসে
ভাববিলাসের মোহনা থেকে
নিজের উৎসের ছন্দপতন খুঁজে

অজানা সমুদ্রের যাত্রা শেষ
যাযাবর কবি ফিরে আসে
সন্ধ্যাবেলার পাখির মত
আত্মীয় আঁখির নীড়ের ভেতর
দুই দণ্ডের শান্তির খোঁজে

পূর্ব্ব জন্মের ঋণী ফিরে আসে
ফলন্ত গাছের বদান্যতা হয়ে
কুলপুরুষের আত্মা
পুরনো পালকি চড়ে আসে
উত্তরাধিকারী সন্ধান করে

Digitized by srujanika@gmail.com

শ্বেতবর্ণ ফিরে আসে
আপনার অনাবিল শুভ্রতায়
নিজেকে বহুবিধ রঙ এর কলঙ্কে
বিকীরণ বিতরণ করে

ছেলেবেলা ফিরে আসে
গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে
বুড়ো মানুসের গভীর ঘুমের ভেতরে
কর্মফল ফিরে এসে
অসতর্ক মুহূর্তগুলিতে
বিবেককে দশংন করে
মৃত মানুষ ফিরে আসে
নিজের পাপ পুণ্যের হিসেব নিয়ে
শিশুদের স্বপ্নের ভেতরে

নিজের ভাঙাচোরা জীবনকে
সাজাতে চাওয়ার লোকটি
ভালোদিন ফেরার দিকে
চেয়ে বসে থাকে
আগামী দিনগুলি কিন্তু
এক পলও আটকে থাকে না
অতীতে ফেরার রাস্তাতে

Digitized by srujanika@gmail.com

দেহরক্ষী

তুমি শুয়ে থাকবে আতপ্ত মহাদেশের মত
নিজের আরণ্যক অন্ধকারকে জড়িয়ে
শ্বাপদ সংকুল রাতের সংকটে
যখন তোমার দুঃস্বপ্নের ওপরে
তুমি আধেক ঘুমে পাশ ফিরবে
ভয়ানক পশুরা মাথা কুটবে
তোমার সুষুপ্তির অস্থির তটভূমিতে

এক নিষ্ঠাবান দেহরক্ষীর
সমস্ত দায়িত্ব ও সতর্কতা নিয়ে
আমি সজাগ থেকে অনুভব করব
নিশার্ধের বিবর্তমান বিভীষিকাকে
আমাকে উন্নিদ্র করে রাখবে
আমার ইচ্ছার উৎকট সরীসৃপেরা
আমি তোমাকে সুরক্ষিত রাখব
দৃষ্টিসীমার নিরাপদ পরিধির ভেতরে
তোমার তন্দ্রার ভেতরে ধেয়ে আসা
জান্তব অভিলাষদের আক্রমণ থেকে

যখন অসময় ঝড় এসে
বিভ্রান্ত বজ্র ও বিজলীতে
আমার একাগ্রতাকে আন্দোলিত করে যাবে
আমার নিজের দুর্বলতাতে
ভয়ভীত হয়ে তোমার দিকে
শরণাকুল হাত বাড়ালে
তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে
দেহের নিরাপদ অভয়ারণ্যে
আমাদের আশ্রিত ও আরক্ষীর ভূমিকাকে
সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

আমরা দুজন

আমি যখন ঘরের ভেতর
গভীর ঘুমে শুয়ে থাকি
সে রোদবৃষ্টি না মেনে ঘোরাঘুরি করতে থাকে
কোন্ ধূ ধূ মাঠের চৌহদ্দিতে
আমি যখন একান্তে বসে
নিজের অন্তর্দাহতে ছটফট করি
সে তার পল্লবগ্রাহী আত্মীয়দের ভিড়ে
হাসিখুশিতে মশগুল থাকে

আমি তার সঙ্গে যা কথাবার্তা বলি
তার কোন আদি অন্ত থাকেনা
কারণ কারক প্রয়োজন ছাড়া
আমাদের বার্তালাপ চলতে থাকে অবিরাম
কোন নিষ্কর্ষ থাকে না তাতে
সব যাথার্থ হারিয়ে যায় শব্দতে—

খুশি হলে সে মজার কথা বলে
কিন্তু তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে
সে অকারণে মুখ ফিরিয়ে নেয়
কখনও যদি আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকায়
আবার কখন সবকিছু না শোনা করে দেয়
নিজেকে নিজের ভেতর বন্ধ করে নিয়ে

কখনও কখনও আমরা দুজন
একটা ট্যাক্সিতে চড়ে
সকাল সকাল বেরিয়ে যাই
আরেকটি নতুন দিনের দিকে
আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হলে
রাস্তার লালবাতির কাছে
সে কখন নেমে চলে যায়

Digitized by srujanika@gmail.com

আমাকে আন্ধেক রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে
একলা গিয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে দেখা করতে

আমার সঙ্গে মান অভিমান করে
আয়নার ভেতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়
পাশের ঘরের ভেতর ঢুকে
ভেতর থেকে কবাট বন্ধ করে দেয়
আবার ছায়ার মত লেগে থেকে
মুখ থেকে কথা বার করে নেয়
অন্য রাস্তায় পা ফেলে
স্বপ্নকে ছারখার করে
কবিতা থেকে অর্থ বার করে নেয়
আতুর হয়ে তাকে খোঁজার সময়
সে কিন্তু আমার কাছে থাকে না

আমি যদি কখনও তার বিরুদ্ধে
শত্রুতার হাত ওঠাই
সে আমার অজানা অচেনা হয়ে যায়
এবং আমি পুরোপুরি হেরে যাই
যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে থেকেই
আবার আমরা হাত ধরাধরি করে
সামনে পা বাড়াই
আমাদের পৃথক লক্ষ্যের দিকে
যা কোন অদৃশ্যলোকে গিয়ে
এক ও অভিন্ন হয়ে যায়

Digitized by srujanika@gmail.com

সাধ্যাতীত

তোমার চোখ দেখলে
আমার মনে হয়
এমন অনেক অতল আছে
যেখানে আমি কোনদিনই
পৌঁছতে পারবনা

তোমার সঙ্গে কথা বলার সময়
আমি হৃদয়ঙ্গম করি
তোমাকে বলতে চাওয়ার
অনেক কথার জন্য
আমার কাছে কোন শব্দ নেই

তোমার কথা ভাবলে আমি জানি
তোমার দেহের ভূমণ্ডলে
লোকচক্ষুর আড়ালে
অনেক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ আছে
যা আমার জন্য চিরদিনই
রহস্যময় থেকে যাবে

আকাশের ফিরিয়ে দেওয়া
আমার দিগ্‌ভ্রান্ত স্তোত্রগুলি
যে আধারই খুঁজুক
তারা কোনদিনই পাবেনা
তোমার নিঃশ্বাসে আটকে থাকা
সেই শুভমুহূর্তগুলিকে

আমার নষ্ট হয়ে যাওয়া
জীবনের যাপিত ক্ষণগুলি
তুমি যত উদারতার সঙ্গেই
মার্জনা করে দাও না কেন

Digitized by srujanika@gmail.com

আমি কখনই পৌঁছতে পারবনা
তোমার অনুভবের সীমাদেশে

তোমার দেওয়া আনন্দগুলিতে
আমি বারবার রুদ্ধশ্বাস হব
কিন্তু কস্মিনকালেও পাব না
প্রাপ্তির প্রত্যাশার বাইরে
আমার চারিতার্থ পরিতৃপ্তিটুকু

তোমাকে জানার আরম্ভ
ও আমার মৃত্যু অবধি
তোমার উদার হৃদয়ে উজার করে দেওয়া
বিভিন্ন সুখানুভূতি
কোনও দিনও সম্ভব নয় একত্র করে নেওয়া
আমার সমস্ত সময় ইচ্ছা ও শ্রম দিয়ে
একটিমাত্র জীবনকালে

Digitized by srujanika@gmail.com

একান্ত

আত্মমননের ভেতর থেকে চোখ খুলে
সামনে তাকাবার সময়
চেনা লোকেরা সব চলে যেতে থাকে
খোঁজার ভিড় আর থাকেনা
কোন অজানা শহরের
ছুটির দিনের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে
চারপাশে তাকালে
কিছু আর দেখা যায় না
বন্ধ দোকানগুলি ছাড়া

রাত আটটার সংবাদ
ঘটনায় ভরপুর দিনটিকে
গুটিয়ে নিয়ে কোনদিকে চলে যায়
বাইরে অনেক জন্ম জন্মান্তর
বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে
সমুচিত সময়ের অপেক্ষায়
বন্ধ ঘরের ভেতরে গুমরাতে থাকে
উদ্বৃত্ত আয়ুষের হাহাকার

কেউ না কেউ আসবে ভেবে
দরজা খুলে বাইরে দেখলে
খাঁ খাঁ রাস্তা দূরে চলে যায়
আশেপাশের ছমছম অনাবাদীতে
মেঘ সরে যাওয়া আকাশ থেকে নেমে
জ্যোৎস্নার আলো শুয়ে পড়ে
গুটিসুটি হয়ে একটি কোণে

ছোটবেলার ইতিহাস বই থেকে
দুর্দান্ত আক্রমণকারীরা এসে
ছোট ছোট করে দিয়ে যায়
বয়স্ক হবার উত্থান পতন দিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

নিজের ভেতরে খুঁজলে
জীবন সেখানে খোলা পড়ে থাকে
জীর্ণ ও নিস্পন্দ হয়ে
পরিত্যক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকার মত

নিজেকে নিজের অসহায়তার কাছে
সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে
চোখ এখন কেবল দেখতে পারে
নিজের নির্বাণের দিকে চেয়ে থাকা
মহাকাশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্‌বুদ্‌
অনেক অভাব দিয়ে পরিপূর্ণ
অন্তস্থলের শূন্য স্থানটিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

দ্বীপ নেই

গাছ থেকে পাতাটি খসে পড়লে
অন্তরীক্ষে হুলুস্থূল হয়
হাতের পাতার ওপরে
রেখাটি সামান্য বিচলিত হোলে
গ্রহ নক্ষত্ররা তাদের
গতিপথ বদলে দেয়

কোন দূর উপসাগরের
লহরীর সামান্য কম্পন
গতিশীলতা দেয়
মেরু দেশ থেকে উড়ে আসা
ঝাঁক ঝাঁক পাখির ডানায়

কত আলোকবর্ষ ভেদ করে
কোন দূরদর্শী মহর্ষির
আশীর্ব্বাদ উজ্জ্বল করে দেয়
যে শিশুরা এখনও জন্মায়নি
তাদের ভবিতব্য

সারায়েভোতে ছোঁড়া গুলি
দেশ মহাদেশ পার হয়ে
বিদ্ধ করে যায়
শান্তি শোভাযাত্রার
অজানা মানুষের বুক
সোমালিয়া ও কলাহাণ্ডির
অন্তহীন ক্ষুধা
এসে অযাচিত ছড়িয়ে পড়ে
রাজধানীর বাতানুকুলিত ঘরের
খাবার টেবিলে

Digitized by srujanika@gmail.com

অপাংক্তেয় দেহের জীবাণু
সংক্রামিত করে দেয়
নীল রক্তের আস্পর্ধাকে
তৃতীয় পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস
অক্ষাংশ দ্রাঘিমা না মেনে
দুঃস্বপ্ন হয়ে ঢুকে পড়ে
সম্ভ্রান্ত মহানগরীর সুখনিদ্রায়

আর কোন দ্বীপ নেই
একটিমাত্র লৌকিক ক্রমে
হাতে হাত ধরে
সবাই দাঁড়িয়ে আছে
শৃংখলাবদ্ধ হয়ে
সব থেকে অসহায় লোকটির
দুঃখে জড়ীভূত হয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

মুক্ত ছন্দ

ইচ্ছে ছটফট করে
কেবল সুর মনে পড়া
কোন পুরনো গানের
আরম্ভ খোঁজার শেষ পংক্তির মত

স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার দেহ
প্রবহমান থাকে
সাবলীল ধারার মত
স্বরলিপির উত্থান পতনকে
শ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ে

ব্যাকরণের নিয়ম না মেনে
হাত খুঁজে নেয় বুক ভর্তি শব্দের
অলঙ্কারবদ্ধ শৃঙ্খলাকে
চিত্রকাব্যবন্ধ থেকে বেরিয়ে
দেহ নিজের করে নেয়
ধ্বনি লহরীতে হারিয়ে যাওয়া
রূপ বিন্যাসের আঙ্গিককে

কোন বিরাম না মেনে
সঙ্গীত অগ্রসর হয়
নিজের অনিবার্য সমাপ্তির দিকে
সময় আর একাগ্র থেকে
তাল রাখতে পারেনা
আরোহ অবরোহ দিয়ে
ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ
দ্বৈতগানের ঐকতানের সঙ্গে

সঙ্গীতের সর্বোচ্চ বিন্দুটি
পরিপূর্ণতার চরম মুহূর্তে
কণ্ঠে গিয়ে আটকে যায়
ছন্দপতনের চিৎকার হয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

কলা দর্শন

নাকের ওপর ঝুলে পড়া
চশমা ঠিক করে নেওয়া একটি কলা
কপালের ওপরে অগোছালো চুল
সামলে সাজিয়ে নেওয়া এক কলা
প্রশ্নের উত্তরে ঠোঁটে হাত দিয়ে
দূরে তাকিয়ে থাকা অন্য এক কলা

চোখের সামনে সবসময়
এই ধরণের কলাকৌশল চলতে থাকে
রঙ উঠে যাওয়া দেওয়াল থেকে
বিমূর্ত ছবি বেরিয়ে আসে
জানালার বাইরে একাকী পাখিটি
বিদ্যুতের তারের ওপর এঁকে দেয়
শরৎ ঋতুর রেখাচিত্র
দূরের যানবাহনের কোলাহল থেকে
সহজ স্বরলিপি ভেসে আসে
খবরের কাগজের বর্ণমালার ভেতর থেকে
কবিতার লাইন উঁকি মারে
নৃত্যের মুদ্রা ফুটে ওঠে
প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চারে
মুখের ওপরে কারুকার্য করে দেয়
সন্ধ্যার পথভোলা আলো

কেবল মন্ত্রাচ্ছন্ন দর্শক
বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে
বিচক্ষণ কলানৈপুণ্যের
এক একটি নিদর্শন
যেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে
সামনে হাত বাড়িয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

সময় থামিয়ে দেওয়া
সীমান্ত স্বপ্নদের নিয়ে
চোখের ভেতরে একত্র করা
হাতের পাতায় অনায়াসে
ভাগ্যকে ধরে নাচানো
এবং আবার হঠাৎ
অতি সাধারণ দৃষ্টিপাত
এই সবকিছু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া

Digitized by srujanika@gmail.com

কোনো দুপুরে

কোনো দুপুরে
ঈশ্বরকে হঠাৎ মনে পড়ে
যখন এক বিতর্কের শেষে
মীমাংসা বিফল রয়ে যায়
শেষ গোলকধাঁধার বাইরে

আঁধার ঘনিয়ে আসে
সূর্যের কালিমা যেন
মর্ত্যের ওপর নেমে আসে
নিজের অপরাধবোধে নত হয়ে

ঝাঁকড়া বটগাছের অবসাদের নীচে
বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকা
গ্রাম দেবীর বিগ্রহ চারপাশে
ছোটো ছোটো মনস্কামনার ফুল
নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হয়ে যায়
বাতাস সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে
নদী পারের পবিত্রতায় চলে যায়

অসময়ের ঋতুদের
কোন দায়িত্ব থাকেনা
মনের বন্ধ্যা জমিতে
তারা আসা যাওয়া করে
ফুল ফোটার ও ঝরে যাবার
পর্বগুলিকে অবজ্ঞা করে

বিগত দিনের অসমর্থিত সংবাদ
রটে যায় শিরা উপশিরায়
এবং অবশেষে কোন সান্ত্বনা না পেয়ে
দিশাহীন স্রোতের মতো হারিয়ে যায়
বিচার বিশ্লেষণের বালুচরে

Digitized by srujanika@gmail.com

কোন্ আবহমান অপমান থেকে
পালিয়ে এসে আশ্রয় অন্বেষী
কান্নাদের ফিরিয়ে দেয়
অনুভব করার অসামর্থ্য

কোনো দুপুরে
এমন সব কথা মনে আসে
যা কোনোকালে
ঈশ্বরকেও বলা যাবে না

Digitized by srujanika@gmail.com

সাম্প্রতিক ওড়িয়া সাহিত্যে বহু আলোচিত কবি। জগন্নাথ প্রসাদ দাসের সাহিত্যের সঙ্গেও হিন্দি পাঠক সুপরিচিত। ইতিমধ্যে ১১টি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ১০টি হিন্দি অনুবাদে পাওয়া যায়। ওড়িয়া কাব্যসংগ্রহ 'আহ্নিক'-এর জন্য ১৯৯১ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এবং ২০০৬ সালে 'পরিক্রমা' কাব্যগ্রন্থের জন্য কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশন-এর 'সরস্বতী সম্মান'-এ সম্মানিত। শিল্প ইতিহাসে পিএইচ ডি জগন্নাথ প্রসাদ দাস মূলত কবি হয়েও প্রসিদ্ধ নাট্যকার, কথাশিল্পী এবং ঔপন্যাসিক। এখন পর্যন্ত ওড়িয়া থেকে হিন্দিতে অনূদিত পাঁচটি গল্পসংগ্রহ, পাঁচটি নাটক এবং 'দেশকালপাত্র' নামে উপন্যাস প্রকাশিত। সাহিত্য ও শিল্প ব্যতীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ আছে। জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব এবং অন্তরাষ্ট্রীয় শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি সদস্য ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা থেকে ঐচ্ছিক সেবা-নিবৃত্তির পর নিরন্তর সারস্বত সাধনায় মগ্ন।

যোগাযোগ : ৩০৫ হাউসখাস অ্যাপার্টমেন্ট, নতুন দিল্লি ১১০০২৬

Digitized by srujanika@gmail.com

ଗାରି

ମୁହାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଏବେ
ଲହରିଆ ଆକୃତାର୍ଦ୍ଧ ଦେହର ପ୍ରକୃତି
ଏବଂ ତ ଆସ୍ତ ଆଗରେ ନଦୀ ସାନ୍ଧ୍ୟାର
ଆଉଁ ଶୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭୃତ
ଘାଟ ଠାରି ତାଳୁଫୁଲ ଜଳୁଥାନ୍ତି

ଅର୍ଦ୍ଧଗୃହୀ ମାନସର ଉପରେ
ଉପକାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦାନ ଗଢ଼ିଥାଏ
ଦୂରେ ମୁନରେ ଧାତ ଧାତ୍ରୀ ଅନେକ
ନିତି ଆକାଶରୁ ଉଷ୍ଣତା
ଯୋଗି ନିତ୍ୟର ମାର
ଏହାର ଶବ୍ଦ ମୁଖର ହେଉ
ଏହାତୁ ଅତିକ୍ରମ ଭୋଗର ଜନ୍ମଭୂମିରେ

ମୋର ଏଠି ସ୍ନେହ ଜଡ଼ିତ ଗଢ଼େ
ନିଜର ଉପକାରୁ ଏବଂ ଦେହି ଯିବ ଯେ
ମେଁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରବେଶ ଗଢ଼ ପରିଚ
ଯୋଡ଼ି ଆଗତ ଉପରେ ହାତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ
ନୂଆ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭାତ ରେଖା

ପୂର୍ବର ଲୋକଟି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏହି
ଏଣୁ ନଗର ସ୍ରୋତ ଲୋକର ଦିଓ
ସେଥିରୁ ଓ [illegible] ଗୋଟ ଫୁଲ ସମ୍ପୁଟ
ଗାଜି ଗାଜି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ଆହା କିଏ ଗଢ଼ୁ ହଁ ଆଳିଙ୍ଗ ଏକ
ଅଣାଶାଣ ଏହ ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତରାଣ

Digitized by srujanika@gmail.com